ভোরের কাগজ

তারিখ APR. 22 2002
পৃষ্ঠা কলাম

ব্রিটিশ কাউন্সিল মাঠে গতকাল শনিবার আয়োজিত বিজ্ঞান মেলায় বিজয়ী স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা পুরস্কার হাতে —ভোরের কাগজ

ব্রিটিশ কাউন্সিলে ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের মেলা

বালুমাঠে চাষাবাদ, পাতা থেকে বিদ্যুৎ প্রভৃতি প্রকল্প দর্শকদের মুগ্ধ করেছে

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : ব্রিটিশ কাউন্সিল মিলনায়তন সংলগ্ন মাঠে গতকাল ক্ষুদে উদ্ভাবক এবং বিজ্ঞানীদের মেলা বসেছিল। রাজধানীর বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্র এসব বিজ্ঞানী তাদের নানা আবিষ্কার নিয়ে হাজির হয়েছিল এক প্রদর্শনী এবং বিজ্ঞান মেলায়। মেলায় উপস্থিত দর্শকদের ব্যাপক আগ্রহ কেড়ে নিয়েছে ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের প্রকল্পগুলো। গতকাল এই বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন করেন অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী। মেলার আয়োজক ব্রিটিশ কাউন্সিল।

মেলায় অংশ নেওয়া রাজধানীর ১০টি স্কুল-কলেজের মধ্যে রাইফেলস স্কুল এন্ড কলেজের 'বালু চাষ পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষিজ পণ্য উৎপাদন' এবং উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের 'বৃষ্টির পানি ফিল্টারের মাধ্যমে বিশুদ্ধ করার পদ্ধতি' দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

এছাড়া অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজের ক্ষুদে তিন বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত টক জাতীয় পাতা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পও মেলার দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে।

এছাড়া অন্য যেসব উদ্ভাবন নিয়ে ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা হাজির হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে রয়েছে বিএএফ শাহীন কলেজের তানজিমার উদ্ভাবিত মাল্টিপারপাস ডিসি অ্যাডাপ্টার, আজিমপুর গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের তিন মেয়ের উদ্ভাবিত প্রকল্প 'দুর্ঘটনা রোধে পূর্ব সতর্কীকরণ' রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজের তিন ছাত্রের 'এনার্জি সেভিং বাই শিফন প্রসেস' প্রকল্প প্রভৃতি।

এছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তিন ছাত্রী 'গ্রাফিক্স সফটওয়্যার' এবং হারম্যান মাইনার কলেজের ছাত্ররা 'লাইট ডিপেনডেন্ট রেজিস্ট্রার সার্কিট সিস্টেম' নিয়ে বিজ্ঞান মেলায় হাজির হয়।

রাইফেলস কলেজের চার ছাত্র দীপু, সাজ্জাদ, জুবায়ের এবং সুদীপের উদ্ভাবিত বালু চাষ পদ্ধতির মূল কথা হলো বালুময় এলাকায় স্বাভাবিকভাবে ফসল ফলানো সম্ভব নয়। সেখানে এ ধরনের প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে যেকোনো কৃষি পণ্য উৎপাদন করা যাবে।

মেলার উদ্বোধন করতে গিয়ে প্রধান অতিথির ভাষণে অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী বলেন, আমি দীর্ঘদিন ধরে স্বপ্ন দেখছি, বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা একদিন পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কার লাভ করবে।

দারিদ্র্য দূরীকরণ থেকে শুরু করে সমাজের আর্থ-সামাজিক সকল ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য বিজ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক চৌধুরী বলেন, দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের নীতি নির্ধারকরা এদিকে মনোযোগ দিচ্ছেন না।

মেলা প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বিশিষ্ট লেখক অধ্যাপক মুহাম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, বিজ্ঞান মেলা দেখতে সব সময়ই আমার ভালো লাগে। মনের টানে মেলা দেখতে এখানে ছুটে এসেছি। তবে অংশগ্রহণকারী স্কুলের সংখ্যা কম বলে তিনি উল্লেখ করেন।